‘নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

প্রতিবেদন

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-ডিসেম্বর-২০২৪)

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

- ভূমিকা
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: সামর্থ্য বিকাশ

- অঞ্চলভিত্তিক ধারাবাহিক মাসিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ
- ইস্যুভিত্তিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ পরিচালনা প্রক্রিয়া
- মাসিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ
- অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি কার্যক্রম (Essential Netrition Action-ENA)

তৃতীয় অধ্যায়: সাংগঠনিক কাঠামো (কমিটি গঠন ও সভা)

- বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কমিটি গঠন/পুনর্গঠন ও কমিটির সভা
- কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

চতুর্থ অধ্যায়: সামাজিক আন্দোলন

- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন-২০২৪
- জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন-২০২৪
- 'জয়িতা' পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীনেত্রীদের তথ্য
- ইস্যুভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম
- তৃণমূল পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের অর্জন ও ফলাফল
- একনজরে নারীনেত্রীদের অর্জন

পঞ্চম অধ্যায়: সফলতার গল্প

- সেলাইয়ে স্বাবলম্বী শেফালী আক্তার
- সবজি চাষে স্বাবলম্বী নারীনেত্রী বাসন্তী রাণী

ষষ্ঠ অধ্যায়:

- নাছিমা আক্তার জলির প্রয়াণে শোক সভা
- প্রকাশনা

সপ্তম অধ্যায়: অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

অষ্টম অধ্যায়: কার্যক্রমের আলোকচিত্র ও পেপার কাটিং

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সমাজে নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে, মানুষ হিসেবে বসবাসের জন্য আমরা যে সমাজ গড়ে তুলেছি, সেখানে টিকে থাকার জন্যে প্রতিনিয়ত নারীকে সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। এ সংগ্রাম কখনো মানুষ, কখনো সমাজ, আবার কখনো গোটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। দেশ ও কালভেদে এ সংগ্রামের ধরন ও তীব্রতায় ভিন্নতা থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই এর প্রতিপক্ষ এক ও অভিন্ন অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, যখনই কোনো নারী তার অধিকারের কথা বলতে চেয়েছে, তখনই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নানাবিধ নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে। এইভাবে ক্রমাগত বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে নারীর পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকেছে। আবহমান কাল ধরেই বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি চরমভাবেই পুরুষতান্ত্রিক। নারী এখানে সব দিক দিয়েই পুরুষতান্ত্রিক আক্রোশের শিকার। বিশেষ করে তৃণমূলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত নারীদের প্রতি এ আক্রোশ তীব্রতর, অথচ তাদের হয়ে কথা বলার মতো নেতৃত্ব সেখানে অনুপস্থিত। এমনি এক বাস্তবতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ২০০৬ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের মধ্য থেকে একদল নারীকে নেতৃত্বের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত ও সংগঠিত করে আসছে, যা 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' নামে পরিচিত এবং এ পর্যন্ত (২০২৪) দশ হাজার ১৭২ জন তৃণমূলের বলিষ্ঠ নারীনেত্রী এর সদস্যভুক্ত।

যৌতুক, শিশুবিবাহ প্রতিরোধ, পারিবারিক নির্যাতন ও উত্যক্ততা-সহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় নেটওয়ার্কভুক্ত এসকল নারীনেত্রীগণ নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কন্যাশিকুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রম ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছেন।

'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'– এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার প্রত্যয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছেন 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' এর সদস্যবৃন্দ। টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৪ সালে নারীনেত্রীগণ সার্বিকভাবে পরিকল্পনামাফিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর মূল লক্ষ্য হবে– 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' সূচিত কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে সারাদেশে বিস্তৃত ও অধিকতর ফলপ্রসূ করা।

নেটওয়ার্কটি হবে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যা তৃণমূলের নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবে, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন ও জোরদার করবে, নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসানের লড়াইকে বেগবান করবে, নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের পাশে দাঁড়াবে এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামর্থ্য বিকাশ

তৃণমূল নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'। নারী নেতৃত্ব বিকাশ একটি চলমান কার্যক্রম। যেহেতু একজন নারীনেত্রীকে গোটা সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। তাই তাকে সমাজের অন্য নারীর চেয়ে চিন্তা, চেতনা, ভাবনা, দক্ষতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও আচরণে অগ্রসর থাকতে হবে। তাই এক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রয়োজন একটি ধারাবাহিক সামর্থ্য বিকাশমূলক কার্যক্রম। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' শুরু থেকেই তৃণমূল নেত্রীদের বিকাশের জন্য একটি সমন্বিত ধারাবাহিক সামর্থ্য বিকাশমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

অঞ্চলভিত্তিক ধারাবাহিক মাসিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪)

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ১০টি কর্ম-অঞ্চলে ৩১৯টি ইস্যুভিত্তিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত অংশগ্রহণকারী নারীনেত্রীর সংখ্যা ৪,৮৬২ জন। অংশগ্রহণকারী টার্গেট নারীনেত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,০৭৫ জন।

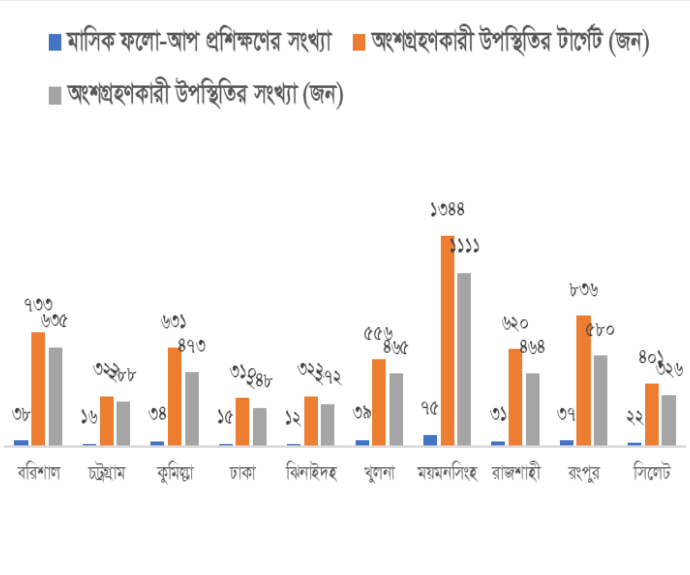

নারীনেত্রীরা ইস্যুভিত্তিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন:

১. বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার জন্য পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও উত্যক্ততা প্রতিরোধ, শিশুবিবাহ, যৌতুক, বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত, ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী এবং ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলগামী, গর্ভবতী মা ও শিশুদের পুষ্টি, গর্ভবতী মা ও শিশুর টিকা, গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর যত্ন নেয়া এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সচেতন ও প্রতিরোধমূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

২. আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি (বিভিন্ন প্রশিক্ষণ) কর্মসূচি চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

অঞ্চল	মাসিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী উপস্থিতির টার্গেট (জন)	অংশগ্রহণকারী উপস্থিতির সংখ্যা (জন)
বরিশাল	৩৮	৭৩৩	৬৩৫
চট্টগ্রাম	১৬	৩২২	২৮৮
কুমিল্লা	৩৪	৬৩১	৪৭৩
ঢাকা	১৫	৩১০	২৪৮
ঝিনাইদহ	১২	৩২২	২৭২
খুলনা	৩৯	৫৫৬	৪৬৫
ময়মনসিংহ	৭৫	১৩৪৪	১১১১
রাজশাহী	৩১	৬২০	৪৬৪
রংপুর	৩৭	৮৩৬	৫৮০
সিলেট	২২	৪০১	৩২৬
মোট	**৩১৯**	**৬০৭৫**	**৪৮৬২**

৩. সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীনেত্রীরা ভূমিকা পালন করছেন যেমন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও চিকিৎসা সেবা এবং স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে বিরোধ-মীমাংসা, নিজ নিজ সমাজে পারিবারিক সামাজিক কর্মকাণ্ড ও দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা রেখেছেন নারীনেত্রীরা।

৪. নারীনেত্রীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে– এই লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেমন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কমিটি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কমিটিতে নারীনেত্রীদের অভিগম্যতা তৈরি হয়েছে।

৫. ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ/বাধা মোকাবিলা করে সমস্যা সমাধান করে যাচ্ছেন।

ইস্যুভিত্তিক ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ:

বাস্তবিক অর্থে সমাজের একজন অগ্রণী নারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে একজন নারীনেত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে জানা-বোঝার প্রয়োজন হয়। ফলে তার ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ নিয়মিত শাণিত রাখতে হয়। এই কাজটি করা হয় ফাউন্ডেশন কোর্স পরবর্তীকালে বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ কর্মসূচির মাধ্যমে, যা তাদের দক্ষ ও যোগ্য করে তোলে।

ফলো-আপ প্রশিক্ষণ			
ইস্যুভিত্তিক আলোচনা	অভিজ্ঞতা বিনিময়	অর্জন তুলে ধরা	পরিকল্পনা করা

❖ **ইস্যুভিত্তিক ধারাবাহিক মাসিক ফলো-আপ সভা এবং প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪):** ১০টি অঞ্চলে ১৭টি উন্নয়ন বিষয়ের ওপর ৩১৯টি মাসিক ফলোআপ সভা এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত নারীনেত্রীর সংখ্যা ৪,৮৭৫ জন। নিম্নে মাসিক ফলো-আপ সভা এবং প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো:

মাসিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ:

- বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ
- মানবাধিকার ধারণা এবং নারীর আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
- স্থানীয় উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারী জাগরণের শতবছর
- সভা উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনার কৌশল ও প্রক্রিয়ার তথ্যায়ন
- নারী নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ
- অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা
- নারী উদ্যোক্তা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনা
- স্বাস্থ্যসেবা ও নাগরিক অধিকার
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি (এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা)
- স্থানীয় পর্যায়ে নারী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়া
- সম্পত্তিতে মুসলিম ও হিন্দু নারীর অধিকার
- অনলাইনে যৌন নির্যাতন: পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও আইনি প্রতিকার
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা সাইবার জগত: প্রতিকার ও করণীয়
- স্যানিটেশন এবং ডেঙ্গু সচেতনতা
- নারীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের করণীয়

❖ **প্রশিক্ষণে বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনাপত্র ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে উল্লেখিত ১৭টি ইস্যুতে ৩১৯টি মাসিক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ এবং সভা প্রশিক্ষণ হয়।**

প্রয়োজনীয় পুষ্টি কার্যক্রম (The Essential Nutrition Actions (ENA)):

অঞ্চলভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠকের চিত্র (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪): অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠকের টার্গেট ছিল ৪৯৮টি, উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত অর্জন হয়েছে ৪১১টি, টার্গেট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৭,৮৫৪ জন এবং মোট অংশগ্রহণকারী উপস্থিতির সংখ্যা ৬,৯৫২ জন।

অঞ্চলভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠকের চিত্র (জানয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪)					
ক্রম	আঞ্চলিক অফিস	উঠান বৈঠকের টার্গেট সংখ্যা (টি)	উঠান বৈঠক অজন সংখ্যা (টি)	টার্গেট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	মোট অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতির সংখ্যা (জন)
১.	বরিশাল	১৮	১৫	৩৫২	৩০০
২.	কুমিল্লা	৪৮	৪৮	৯৪০	৯৫৬
৩.	ঢাকা	০৮	০৪	১৬০	৭৫
৪.	ঝিনাইদহ	১৫৬	১৫১	১,৯৪৪	২,০৯৪
৫.	খুলনা	৪৭	৪৬	৮৬৬	৮৪৩
৬.	ময়মনসিংহ	৭৭	৫৪	১২৬২	৯২৩
৭.	রাজশাহী	১৮	১২	৩৫০	২৩২
৮.	রংপুর	৭২	৪৪	১,১৫২	৮৭৫
৯.	সিলেট	৫৪	৩৭	৮২৮	৬৫৪
মোট		৪৯৮	৪১১	৭,৮৫৪	৬,৯৫২

সূত্র: এমআইএস

তৃতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক কাঠামো (কমিটি গঠন ও সভা)

কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালার ভিত্তিতেই সারাদেশে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন ও কমিটি গঠন করা হয়। নেটওয়ার্ক-এর সাংগঠনিক কাঠামো পাঁচ স্তর বিশিষ্ট:

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কমিটি: বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগমান করার লক্ষ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীনেত্রীগণ নিজ নিজ ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' কর্ম-এলাকায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মএলাকা;

- ইউনিয়ন কমিটি: ১৯৯টি
- উপজেলা কমিটি: ৬৮টি
- জেলা কমিটি: ৫১টি
- জাতীয় কমিটি: ০১টি
- কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি: ০১টি
- নেটওয়ার্কে মোট ৩২০ কমিটিতে নারীনেত্রীর সংখ্যা: ৫,৮৬৬ জন

অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্ক কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের একটি চিত্র (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৪):

	অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্ক-এর কমিটির সভা				অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্ক-এর কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন	
অঞ্চল	জেলা কমিটির সভার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী উপস্থিতির সংখ্যা	ইউনিয়ন কমিটির সভার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী উপস্থিতির সংখ্যা	কমিটি গঠন/পুনর্গঠন সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী উপস্থিতির সংখ্যা
বরিশাল	০২	৩৫	১৭	২৮৫	-	--
চট্টগ্রাম	০৩	৪৮	০৪	৬৭	০১	১১
কুমিল্লা	০২	২২	১২	১৮২	-	-
ঢাকা	০৪	৭৬	০৪	৭৬	০২	৩৭
ঝিনাইদহ	০২	২৮	০৮	২০৯	-	-
খুলনা	-	-	২০	২৫৫	-	-
ময়মনসিংহ	০৩	৪৮	১৯	৩০৮	-	-
রাজশাহী	০২	৩২	৪২	৬১২	০২	৩২
রংপুর	-	-	২৭	৩৬৮	-	-
সিলেট	০৩	৬২	০৮	১৭৪	০৩	৬২
মোট	২১	৩৫১	১৬১	২,৫৩৬	৮	১৪২
সারাদেশে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কমিটি গঠন/পুনর্গঠন করা হয়েছে ৮টি, উপস্থিত নারীনেত্রীর সংখ্যা ১৪২ জন এবং কমিটির সভা হয়েছে ৮২টি, উপস্থিত নারীনেত্রীর সংখ্যা ২,৮৮৭ জন। উলেখ্য, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১টি উপজেলা কমিটি সভা এবং সিলেট জেলা ৪টি উপজেলা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিতি নারীনেত্রীর সংখ্যা: ৭৭ জন।						

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা:

নাছিমা আক্তার জলির স্মৃতিচারণ ও স্মরণসভা আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' এর সাধারণ সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় নাছিমা আক্তার জলির অনলাইন স্মৃতিচারণ ও স্মরণসভা আয়োজনের লক্ষ্যে ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ বিকেল ৩.০০টায় অনলাইনে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণ করেন নারীনেত্রী জাহান পান্না (সভাপতি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক), ড. বদিউল আলম মজুমদার (কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট), নারীনেত্রী হেলেনাজ তাহেরা (সহ-সভাপতি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক), নারীনেত্রী শাহানা হক (সহ-সম্পাদক, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক), নারীনেত্রী সামসি আরা কলি, (কোষাধ্যক্ষ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক), নারীনেত্রী ক্যামিলিয়া চৌধুরী (নির্বাহী সদস্য, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক), নারীনেত্রী হেনা বেগম (নির্বাহী সদস্য, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক), নারীনেত্রী ফাতেমা বেগম, (নির্বাহী সদস্য, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক)। এছাড়া আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে ০৩ আগস্ট ২০২৪, বিকেল ৩.০০টায় (অনলাইনে) স্মরণসভা আয়োজনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতির কারণে, বিশেষ করে অনলাইন জটিলতার জন্য তারিখ পরিবর্তন করার জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ রাত ৭:৩০টায় দ্বিতীয়বার অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রয়াত নাছিমা আক্তার জলির স্মৃতিচারণ ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন

'নারীর সম-অধিকার, সম-সুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী ১২৫টি স্থানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়। এবার জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ছিল: Invest in women: Accelerate progress. প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার নারী-পুরুষ উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, পথনাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান কর্মসূচি ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান প্রভৃতি। আয়োজিত কর্মসূচিসমূহে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, সমাজসেবক, অভিভাবক, চিকিৎসক, সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিরা সর্বস্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন

কন্যাশিকুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। ২০২৪ সালে 'কন্যাশিকুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশের ৮৫টি স্থানে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়। সারাদেশের প্রায় এক লাখ বিশ হাজার শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, সমাজসেবক, অভিভাবক ও চিকিৎসক, সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষসহ স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। দিবসকে ঘিরে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পর্যায়ে যে সকল কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তা হলো– বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান, ইত্যাদি। এছাড়া বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে বেগম রোকেয়া দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস, বিশ্ব এইডস দিবস, বিশ্ব যুব দিবস, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস, দুর্নীতি দমন দিবস এবং বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস-সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়।

জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হলেন ১১ জন নারীনেত্রী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৪ সালে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ-২০২৪' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় জয়িতাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর নারীনেত্রীগণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হয়ে

আসছেন। **২০২৪ সালে চারটি ক্যাটাগরিতে ১১ জন নারীনেত্রী জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।**

'শিক্ষা ও চাকরিতে সফলতা অর্জনকারী যে নারী' এই ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত হলেন নারীনেত্রী আফরোজা আক্তার বানু (কাজীপুর ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর)।

'সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী'– এই ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীনেত্রীগণ হলেন: নারীনেত্রী আফিয়া আপরোজ (রহমতপুর ইউনিয়ন, বাবুগঞ্জ উপজেলা বরিশাল), নারীনেত্রী শারমিন জান্নাত ফেন্সি (কোনাখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার), নারীনেত্রী ভাবিরন নেছা (কাথুলি ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর), নারীনেত্রী রাশিদা বেগম (খর্নিয়া ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা), নারীনেত্রী দিবা রাণী বিশ্বাস (দামিহা ইউনিয়ন, তাড়াল উপজেলা, কিশোরগঞ্জ), নারীনেত্রী কোহিনুর বেগম (ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়ন, চারঘাট উপজেলা, রাজশাহী)।

'অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন যে নারী'– এই ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত হলেন নারীনেত্রী কাকলী খাতুন (রাইপুর ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর)।

'নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী'– এই ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীনেত্রীগণ হলেন: নারীনেত্রী শিউলি (জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়ন, বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরিশাল), নারীনেত্রী আক্তার বানু (কাজীপুর ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর) এবং নারীনেত্রী সুরভী তালুকদার (বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা)।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিশ্বাস করে, 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'। এ বিশ্বাস থেকে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' এর মাধ্যমে সংগঠিত করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূলে একদল নারীনেত্রী গড়ে তোলা হয়েছে। আত্মপ্রত্যয়ী এ নারীনেত্রীগণ বর্তমানে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের এক নতুন পথের সূচনা করেছেন। তারা তৃণমূল নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করছেন, সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করছেন। তাঁরা তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ স্থানীয়ভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন, জয়িতা পুরস্কার যার মধ্যে অন্যতম।

তৃণমূল পর্যায়ে নারীনেত্রীদের গৃহীত কার্যক্রমের অর্জন ও ফলাফল (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫)

সামাজিক উদ্যোগসমূহ						
ইস্যুভিত্তিক কার্যক্রম	প্রচারাভিযান (টি)	কর্মশালা (টি)	আলোচনা সভা (টি)	উঠান বৈঠক (টি)	মোট কার্যক্রম (টি)	অংশগ্রহণকারী (জন)
বাল্যবিবাহ	১৬	-	-	১০৭২	১,০৮৮	২০,০১৪
যৌতুক	১৭	-	-	৮০৮	৮২৫	১৬,০৮৪
বিবাহ নিবন্ধন	-	-	-	২০৮	২০৮	৪,৩৬৩
জন্মনিবন্ধন	১২	-	-	৪৮২	৪৯৪	১০,০৭০
নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি বিষয়ক	১১	-	-	৬৪২	৬৫৩	১১,৫৬২
গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ মাতৃত্ব	-	-	-	১,১৬৩	১,১৬৩	২২,১৪২
ঝরেপড়া শিশুদের বিদ্যালয়মুখীকরণ	১৭৫	-	-	৪৭৩	৬৪৮	১৮,৬৩২
বয়স্ক শিক্ষা	-	-	৮৩	-	৮৩	১,৫৮৬
হাতধোয়া ও স্বাস্থ্যকর পরিচর্যা এবং স্যানিটশন ও নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ	৪৪	---	-	১১৪	১৫৮	৫,৮৯২
পরিবেশ/বৃক্ষরোপণ	৪১৯	-	-	-	-	১২,২০৮
গণগবেষণা বিষয়ক সভা	-	-	৩৪	-	৩৪	৬০৭
পুষ্টি	-	-	-	৩৫০	৩৫০	৫,৮৪৬
করোনা	৯৩	-	-	-	৯৩	৫,৯৫১

ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা	-	-	১৪১	-	১৪১	২,৩৩৪
ভিসিএ কর্মশালা	-	৫৩	-	-	৫৩	৫৯৯
সামাজিক সম্প্রীতি	-	-	৩৩		৩৩	৬২১
মেয়েদের জন্য নিরাপদ স্কুল	০৪	২৮	-	-	-	৪৪৩
অভিভাবক সভা	-	-	৩১	-	-	৫৩৭
গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)	-	-	১৩	-	১৩	২৫৯
তথ্য অধিকার বিষয়ক	-	৩৮	-	-	৩৮	৪৬৬
স্বাবলম্বী দলের সভা	-	-	২১	-	২১	৪২৭
মোট	৭৯১	১১৯	৩৫৬	৫৩১২	৬,০৯৬	১,৪০,৬৪৩

(তথ্যসূত্র: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর এমআইএস)

একনজরে নারীনেত্রীদের অর্জন (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪)					
কর্মসূচি	**সংখ্যা**	**কর্মসূচি**	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট**
বাল্যবিবাহ বন্ধ	২৪০	শিকুদের টিকাদান	২৩৫৪	২১০৯	৪৪৬৩
যৌতুক প্রতিরোধ	২৯০	জন্মনিবন্ধন	১৬৫০	১৫০২	৩১৫২
নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	১৬৭	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি	১৩৬৪	১২৬২	২৬২৬
বিবাহ নিবন্ধন	১৩২	ঝরে পড়া শিশু স্কুলে ভর্তি	৬২৩	৫৩১	১১৫৪
নিরাপদ প্রসব	৫৯১	বয়স্ক শিক্ষা	৪৫৯	৩৩৪	৭৯৩
গর্ভবতী মায়ের টিকা	২৬০২	-			
গর্ভবতী মায়ের ওজন	২৩০৩		-	-	-
গর্ভবতী মা ও শিশুর পুষ্টি	২১৮৬	-	-	-	-
নবজাত শিশুর ওজন	৬০৫	-	-	-	-
গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা	১৩৯০	-	-	-	-
বৃক্ষরোপণ	৬০৪৬	-	-	-	-
মোট		**মোট**			

(তথ্যসূত্র: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর এমআইএস)

পরিবেশ ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন			আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের চিত্র				
কর্মসূচি	**সংখ্যা**	**পরিবার সম্পৃক্ততা**	**কার্যক্রম**	**অর্জন**	**নারী (জন)**	**পুরুষ (জন)**	**মোট (টি)**
নলকূপ স্থাপন	১৯০	৪২১	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	২৬১	৬৬৪	৫২৪	১,১৮৮
নলকূপে আর্সেনিক পরীক্ষা	২০৯	৫৪১	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	১০৫	১,১৯৫	৬৫৪	১,৮৪৯
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	২৪২	৪১২	স্বাবলম্বী দল	১০	১১৭	৪০	১৫৭
মোট	**৬৪১**	**১,৩৭৪**	**মোট**	**৩৭৬**	**১,৯৭৬**	**১,২১৮**	**৩,১৯৪**

দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ

- মৎস্য চাষ
- চাষাবাদ (কৃষি)
- গরু মোটা-তাজাকরণ
- হাঁস-মুরগি প্রতিপালন
- পোল্ট্রি
- বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ
- সেলাই ও টেইলরিং
- ক্ষুদ্র ব্যবসা
- জৈব সার উৎপাদন
- হাতের অ্যামব্রয়ডারি

পঞ্চম অধ্যায়

সফলতার গল্প

সেলাইয়ে স্বাবলম্বী শেফালী আক্তার

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার বারঘড়িয়া ইউনিয়নের ধীতপুর গ্রামের বাসিন্দা শেফালী আক্তার। তাঁর স্বামী মো. জাহেদ মিয়া কৃষিকাজ করেন। ১৭ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন শেফালী। বিয়ের আগে তিনি এসএসসি পাশ করেন। বিয়ের পরও লেখাপড়া চালিয়ে যান তিনি এবং এইচএসসি ও বিএ পাশ করেন। তিনি এখন দুই পুত্রসন্তানের জননী। স্বামীর কৃষিকাজের আয়ে শেফালীকে সংসারের খরচ চালাতে হিমসিম খেতে হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি প্রথমে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ২০২২ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' কর্মসূচির আওতায় ২৪২তম ব্যাচে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করার পর তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। যেমন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ, গর্ভবতী মায়ের সেবা, জন্মনিবন্ধন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ, ইত্যাদি। সামাজিক কাজের পাশাপাশি ২০২৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর উদ্যোগে পরিচালিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সেলাই কাটিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শেফালী। প্রশিক্ষণ নেয়ার বিভিন্ন জায়গায় সেলাই মেশিন কেনার জন্য যোগাযোগ করেন। স্থানীয় এক নারীনেত্রীর কাছে জানতে পেরে করিমগঞ্জ উপজেলার মহিলা বিষয় অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি সেলাই মেশিন যোগাড় করেন।

শেফালী আক্তার বর্তমানে প্রতিমাসে ৪-৫ হাজার টাকা আয় করেন। তাঁর আয়ের টাকা দিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালান। অন্যদিকে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর পুষ্টি উজ্জীবক হিসেবে বেতনভুক্ত স্বেচ্ছাবতী হিসেবে কাজ করছেন।

সবজি চাষে স্বাবলম্বী নারীনেত্রী বাসন্তী রাণী

'বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম, তাতে শুধু স্বামীর রেস্টুরেন্টের মজুরির ভরসায় থাকলে পোলাপান নিয়ে না খেয়ে থাকতে হতো'– কথাগুলো বলছিলেন সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার খুরমা (দক্ষিণ) ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসন্তী রাণী দাস।

স্থানীয় জাউয়া বাজারের একটি রেস্টুরেন্টে নামমাত্র বেতনে কাজ করে বাসন্তীর স্বামী। এরফলে দুই কন্যা ও এক ছেলে-সহ পাঁচজনের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। কিন্তু বাসন্তীর আত্মশক্তির কাছে হার মেনেছে দরিদ্রতা।

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ২০১৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন বাসন্তী রাণী। নারীনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর তিনি আয় বৃদ্ধিমূলক কিছু একটা করার উপায় খুঁজতে থাকেন। সুযোগ আসে কৃষি বিষয়ক দুটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ২০২২ সালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ২০২৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত বসতবাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন বাসন্তী।

এরপর স্বামীর পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজের বসতভিটার পাশে পাঁচ শতক জায়গায় কাঁচামরিচ, পাটশাক ও মিষ্টি কুমড়ার চাষ শুরু করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই কাঁচামরিচ, পাটশাক ও মিষ্টি কুমড়ার ক্ষেত ফসলে ভরে যেতে থাকে। এদিকে বাজারেও বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে সবজির দাম বিশেষ করে কাঁচামরিচ ও পাটশাকের চাহিদা বাড়তে থাকে।

নারীনেত্রী বাসন্তী রাণী জানান, স্থানীয় বাজারে সবজি বিক্রি করে বিগত ছয়মাসে প্রতিমাসে গড়ে পনেশ' টাকা আয় করেছেন তিনি। ইতিমধ্যে ঋণ পরিশোধ করেছেন তিনি। এখন সবজি বিক্রির টাকা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে স্বামীকে সহায়তা করতে পারছেন বাসন্তী রাণী। ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে সবজি চাষের পরিকল্পনা রয়েছেন বলে জানান এই নারীনেত্রী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাছিমা আক্তার জলির প্রয়াণে শোকসভা অনুষ্ঠিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর পরিচালক (কর্মসূচি) এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলির প্রয়াণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর উদ্যোগে ০৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩.৩০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে তাঁর প্রতি শোকজ্ঞাপন ও তাঁর স্মৃতিচারণের লক্ষ্যে উক্ত শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) স্বপন কুমার সাহা, বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা ও সংগঠক তাজিমা হোসেন মজুমদার, বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নারীনেত্রীবৃন্দ, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং নাছিমা আক্তার জলির পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ও সুজন এর নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিলীপ কুমার সরকার ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার অম্বিকা রায়।

শোকসভার শুরুতে বিভিন্ন সংগঠন ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে নাছিমা আক্তার জলির স্মরণে স্থাপিত বেদী ও ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

স্মৃতিচারণ করে সকলে বলেন যে, নাছিমা আক্তার জলি এমন একজন মানুষ, যিনি অসংখ্য মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছেন, জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। কন্যাশিশু এবং নারীদের জীবন উন্নয়নে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

নাছিমা আক্তার জলির কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় এবং অনুষ্ঠানে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করা হয়।

নাছিমা আক্তার জলি আপার স্মরণে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ঢাকা জেলা কমিটি, সুনামগঞ্জ জেলা কমিটি এবং রাজশাহী জেলা কমিটিও শোকসভার আয়োজন করে।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ঢাকা জেলা কমিটি আয়োজিত শোকসভা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক রাজশাহী জেলা কমিটি আয়োজিত শোকসভা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক সুনামগঞ্জ জেলা কমিটি আয়োজিত শোকসভা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আয়োজনে

‘নাছিমা আক্তার জলি’র স্মরণে স্মৃতিচারণ ও স্মরণসভা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আয়োজনে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনলাইনে ‘নাছিমা আক্তার জলি’র স্মরণে স্মৃতিচারণ ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী কমিটির সভাপতি নারীনেত্রী জাহান পান্না। সঞ্চালনা করেন টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সভাপতি আঞ্জু আনোয়ারা ময়না এবং নীলফামারী জেলা কমিটির সভাপতি সৈয়দা রুখসানা জামান শানু।

স্মৃতিচারণ করেন নাছিমা আক্তার জলির প্রাণপ্রিয় সন্তান সুমাইয়া হাসান সিদ্দীকী ও নাফিস হাসান সিদ্দীকী।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে স্মৃতিচারণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার, ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিন ডিরেক্টর স্বপন কুমার সাহা এবং ডেপুটি ডিরেক্টর জমিরুল ইসলাম। আরও স্মৃতিচারণ করেন স্বেচ্ছাব্রতী এবং সফল নারী উদ্যোক্তা তাজিমা হোসেন মজুমদার।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে ৪৭ জন নারীনেত্রী নাছিমা আক্তার জলির স্মরণে স্মৃতিচারণ করেন। বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের প্রায় চার শতাধিক নারীনেত্রী সারাদেশ থেকে এই স্মরণসভায় যুক্ত হয়েছেন।

এছাড়া দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দেশব্যাপী এর কর্ম এলাকায় সকল অঞ্চলের প্রত্যেকটি কর্মসূচির শুরুতে প্রয়াত নাছিমা আক্তার জলির স্মরণে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। তাছাড়া তাঁর কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণ এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

প্রকাশনা

নারীর কথা

নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক নারীদের ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, প্রচারাভিযান, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ-এর আয়াজন করে তাদেরকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করছে। সেইসঙ্গে নারীদের অগ্রগমনের পথকে সুগম করতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করছে। উজ্জীবিত ও প্রশিক্ষিত নারীনেত্রীরা তাদের নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল জনপদ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর কথা এই সকল প্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্তের প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ২৮ জন নারীনেত্রীর জীবন সংগ্রাম ও সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'নারীর কথা-১৯' নামক জার্নাল।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষণ, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

শিক্ষণীয় দিক

- সমাজে নারীর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজের অনেকেই বর্তমানে নারীনেত্রীদের শরণাপন্ন হচ্ছেন।
- নারীর জন্য সংরক্ষিত সরকারি সেবাসমূহ আদায় করার মাধ্যমে নারীনেত্রীদের ভাগ্যোন্নয়ন-সহ আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
- নিজ এলাকায় কাজ করার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তারা সাহসী ও সক্ষম হয়ে ওঠছেন। নারীনেত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।
- নারীনেত্রীরা সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছেন।
- সমাজে নারীনেত্রীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে।
- নারীনেত্রীদের ক্ষমতায়িত করতে পারলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- নারীনেত্রীরা সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছেন; যেমন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি।
- গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীরাও এখন নানারকম আত্মকর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।
- স্থানীয় সরকারের বিভিনড়ব পর্যায়ে নারীনেত্রীদের সম্পৃক্ততা বাড়ছে। তারা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং নির্বাচিত হচ্ছেন।
- পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনে নারীরা দক্ষ হয়ে ওঠছেন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- সকল অঞ্চলে ইস্যুভিত্তিক মাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণসহ নারীনেত্রীদের সকল পর্যায়ের কমিটির সভা অনিয়মিত হওয়া। তবে, যে সকল প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ রয়েছে, প্রকল্পকালীন সেই সকল অঞ্চলে নারীনেত্রীদের ফলোআপ সভা নিয়মিত আয়োজনের চেষ্টা করা হয়।
- সকল পর্যায়ে নারীনেত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না থাকায় এমআইএস-এ নারীনেত্রীদের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য এন্ট্রি না করার কারণে যথাযথ আউটকাম রিপোর্ট আপডেট করা যায় না। তবে, বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় (যেমন, অনলাইন সভা, দিবস উদ্‌যাপন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে) বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নারীনেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং তাদের তথ্য এমআইএস-এ হালনাগাদ করা হয়।
- বিষয়ভিত্তিক ফলো-আপ মিটিংগুলোতে নারীনেত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

- বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের যোগান দেয়া।
- নারীনেত্রীদের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে কার্যকর করা।
- নারীনেত্রীদের কার্যক্রম বিশেষ করে নারী নির্যাতন বিরোধী পদক্ষেপে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও প্রতিপক্ষের হুমকি।
- জেলা পর্যায়ে ফলোআপ প্রশিক্ষণ এবং সভা নিয়মিত না হলে সংগঠন দুর্বল হয়ে যায় এবং কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সুপারিশমালা

- মাসিক ফলো-আপ সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সিডিউল মোতাবেক পরিচালনা করা (নির্ধারিত সময় শুরু, আলোচনার বিষয় ফলো-আপ এবং অর্জনের প্রতিবেদন বিনিময়/শেয়ার করা)
- বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কমিটির সভা নিয়মিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এমআইএস-এ ডাটা এন্টি এবং প্রতিবেদন করার জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা আপডেট রাখার ফলো-আপ নিশ্চিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান;
- বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটি রিভিউ'র ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দিবস উদ্‌যাপনে নারীনেত্রীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

অষ্টম অধ্যায়

কার্যক্রমের আলোকচিত্র ও পেপার কাটিং

আলোকচিত্রে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম

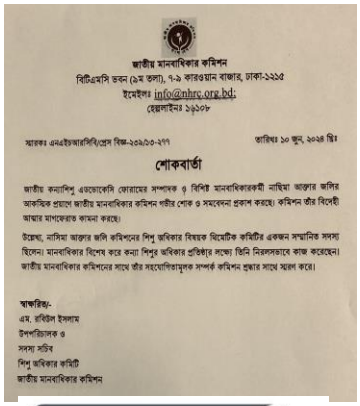

স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd;
হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-২৭৭ তারিখঃ ১০ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ

শোকবার্তা

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক ও বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী নাছিমা আক্তার জলির আকস্মিক প্রয়াণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে। কমিশন তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

উল্লেখ্য, নাসিমা আক্তার জলি কমিশনের শিশু অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। মানবাধিকার বিশেষ করে কন্যা শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে তাঁর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক কমিশন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

স্বাক্ষরিত/-
এম. রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক ও
সদস্য সচিব
শিশু অধিকার কমিটি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

Home | শীর্ষ খবর, সুনামগঞ্জ, হেডলাইন

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক হবিগঞ্জ জেলা কমিটি গঠন সভাপতি জরিনা সম্পাদক সালমা

Update Time : সোমবার, ২০ মে, ২০২৪ / ৫৭ Time View

শোক সংবাদ

নাছিমা আক্তার জলি

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের পরিচালক (কর্মসূচি) ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি মারা গেছেন। গত রোববার বিকেলে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। তিনি স্বামী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। নাছিমা আক্তার জলি (৬১) ১৯৯৫ সাল থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের ২০৬টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্ল্যাটফর্ম 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' এবং তৃণমূল নারীনেত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের' কেন্দ্রীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

আপনার সংবাদ

প্রিন্ট এর তারিখঃ ফেব্রুয়ারী ২২, ২০২৪, ১১:৫২ এ.এম || প্রকাশের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৪, ৫:১৮ পূর্বাহ্ণ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক গাজীপুর জেলা কমিটি গঠন

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি : ২০ ফেব্রুয়ারী বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর ২৫ সদস্য বিশিষ্ট গাজীপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নারী নেত্রী খন্দকার নুরনাহার কে সভাপতি ও নারী নেত্রী খাদিজা আক্তার বিনাকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। টঙ্গীর এম এন কলেজে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশে' ঢাকার বিভাগীয় সমন্বয়কারী তৌফিক জিল্লুর রহমান, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক গাজীপুর মহানগরের সভাপতি অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম রাজিব, খন্দকার নুর নাহার,খাদিজা আক্তার বীনা প্রমুখ। সকল নারী সদস্যদের মতামতের উপর ভিত্তি করে

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক গাজীপুর জেলা কমিটি হলো : সভাপতি : খন্দকার নুর নাহার, সহ-সভাপতি : সাহিদা আক্তার, কুরছিয়া বেগম, সাধারণ সম্পাদক : খাদিজা আক্তার বীনা, সহ-সাধারণ সম্পাদক : হালিমা আক্তার, পারভিন বেগম

অর্থ সম্পাদক: নাজমা আক্তার,

নির্বাহী সদস্য হলেন : ফেরদৌসী বেগম, আফরোজা আক্তার বেবি,দীপা চৌধুরী, নাছিমা, রাবেয়া আক্তার, হাসনা আলম আসমা,সোহেলী সুলতানা, সাজেদা আক্তার সুমা,সালেহা বেগম, শামীমা আক্তার, শারমিন আক্তার বিথী,সায়লা আক্তার, ফারিয়া জামান

প্রকাশক ও সম্পাদক | মনিরুল ইসলাম রাজিব | মোবাইল: 01923355655

দৈনিক সকালের সংবাদ

উত্তরণের পথে প্রতিদিন

ডুমুরিয়ায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

sokalersangbad11@gmail.com

এম টিভি ২৪ নিউজ

MTV 24 NEWS সংবাদ এখন হাতের মুঠোয়

mtv24news.com

ডুমুরিয়ায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

Copyright © 2024 এম টিভি ২৪ নিউজ. All rights reserved.

দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়

THE DAILY AMADER SURJODOY

মঙ্গলবার

amadersurjodoy.com

মেহেরপুরে তাহের ক্লিনিকের চিকিৎসা চিত্র ১

সথেসিয়া ও সার্জারি ই করেন ডাঃ তাহের

সংবাদ প্রতিদিন

সততাই আমাদের অঙ্গীকার

ডুমুরিয়ায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি গঠন

আপনার সংবাদ | মার্চ ১০, ২০২৪ | ১০:২২ পূর্বাহ্ণ | No Comments

প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে:
শাহীনা আক্তার
কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী
বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক
নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিট
২০ মার্চ ২০২৫
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২/২ (লেবেল-৪), ব্লক: এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ওয়েব: www.bikoshitonari.net ও www.thpbd.org